গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
উপজেলা প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তার কার্যালয়
মানিকছড়ি, খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলা।
www.ddm.gov.bd

স্মারক নং : ৫১.০১.৪৬৬৭.০০০.৩৮.০২২.২৩-৬৩৩, তারিখ : ২০ অক্টোবর ২০২৪ খ্রিষ্টাব্দ

বিষয় : জনগোষ্ঠি ভিত্তিক ঝুঁকি নিরুপণ (CRA/URA) ও ঝুঁকিহ্রাস কর্মপরিকল্পনা (RRAP) প্রেরণ প্রসঙ্গে।

সূত্র : মহোদয়ের কার্যালয়ে স্মারক নং-৫১.০১.৪৬০০.০০০.৩৮.০০১.২৪-৩২৩, তারিখ: ১৭/১০/২০২৪ খ্রি.

উপর্যুক্ত বিষয় ও সূত্রোক্ত স্মারকের প্রেক্ষিতে জানানো যাচ্ছে যে, খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলার মানিকছড়ি উপজেলায় এসডিজি ট্র্যাকার (SDG Tracker)-এর 1.5.4 indicator ও সেন্দাই ফ্রেমওয়ার্ক ফর ডিজাস্টার রিস্ক রিডাকশন (SFDRR) মনিটরিং-এ ইতোপূর্বে সম্পন্নকৃত CRA (Community Risk Assessment), URA (Urban Risk Assessment) ও RRAP (Risk Reduction Action Plan)-এর চাহিত তথ্যাদি প্রস্তুত পূর্বক মহোদয়ের সদয় অবগতি ও পরবর্তী প্রয়োজনীয় কার্যার্থে এ সঙ্গে প্রেরণ করা হলো।

সংযুক্তি : বর্ণনামতে ১২ (বার) পাতা।

(কাজী মাসুদুর রহমান)
উপজেলা প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তা
মানিকছড়ি, খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলা।

জেলা ত্রাণ ও পুনর্বাসন কর্মকর্তা
খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলা।

অনুলিপি (সদয় জ্ঞাতার্থে):
১। জেলা প্রশাসক, খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলা।
২। উপজেলা নির্বাহী অফিসার, মানিকছড়ি, খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলা।
৩। অফিস সংরক্ষণ নথি।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

উপজেলা প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তার কার্যালয়

মানিকছড়ি, খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলা।

www.ddm.gov.bd

CRA (Community Risk Assessment)

&

RRAP (Risk Reduction Action Plan)

উপজেলা: মানিকছড়ি,

জেলা: খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলা।

১.১. প্রেক্ষাপট ঃ

মানিকছড়ি উপজেলা বাংলাদেশের খাগড়াছড়ি জেলায় অবস্থিত। চট্টগ্রাম ও খাগড়াছড়ি সীমান্ত ঘেঁষে বহমান হালদানদীর পূর্ব তীরে সমতল ও পাহাড়ী এলাকাসহ এর অবস্থান।খাগড়াছড়ি জেলার দক্ষিণ-পশ্চিমাংশে মানিকছড়ি উপজেলা অবস্থিত, জেলা সদর হতে মানিকছড়ি উপজেলার দুরত্ব ৪৫ কি.মি। প্রাকৃতিক সম্পদে সমৃদ্ধ এই ইউনিয়নে ঘুর্ণিঝড়, অতিবৃষ্টি, আকস্মিক বন্যা, ভূমিধস, ভূগর্ভের পানি শুকিয়ে যাওয়া ভূমিকম্প ও অগ্নিকান্ড আপদ জনিত ঝুঁকি আছে। প্রায় প্রতিবছর আকস্মিক বন্যা ও পাহাড় ধ্বসে ঘরবাড়ি ও ফসলের ক্ষতি হয়ে থাকে।

সাধারণ তথ্যাদি		
জেলা		খাগড়াছড়ি
উপজেলা		মানিকছড়ি
সীমানা		উত্তরে -রামগড় উপজেলা, দক্ষিণে -ফটিকছড়ি উপজেলা, পূর্বে - লক্ষ্মীছড়ি উপজেলা, পশ্চিমে -রামগড় উপজেলা।
জেলা সদর হতে দুরত্ব		৪৫ কিঃ মিঃ
আয়তন		১৬৮.৩৫ বর্গ কিলোমিটার
জনসংখ্যা	পুরুষ	৩০,৯৩৯ জন (প্রায়)
	নারী	৩০,৬৫০ জন (প্রায়)
	সর্বমোট জনসংখ্যা	৬১,৫৮৯ জন (প্রায়)
লোক সংখ্যার ঘনত্ব		৩৬৬ জন (প্রতি বর্গ কিলোমিটারে)
মোট ভোটর সংখ্যা	পুরুষ ভোটার সংখ্যা	১৯,৫০৬ জন (২০১৫ সালের হালনাগাদ = ২,০২৪ জন)
(২০১৩ সাল পর্যন্ত)	মহিলা ভোটার সংখ্যা	১৯,২৬৫ জন (২০১৫ সালের হালনাগাদ = ১,৭৪৫ জন)
	মোট ভোটর সংখ্যা	৩৮,৭৭১ জন (২০১৫ সালের হালনাগাদ সর্বমোট = ৩,৭৬৯ জন)
বাৎসরিক জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার		২.০৬%
মোট পরিবার(খানা)		১৩,৩৩৫টি
নির্বাচনী এলাকা		২৯৮ নং খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলা।
গ্রাম		১৬০টি
মৌজা		১১টি
ইউনিয়ন		০৪টি
এতিমখানা বে-সরকারি		০৮টি
মসজিদ		৯২টি
মন্দির		২৬টি
বৌদ্ধ বিহার		৬১টি
গীর্জা		০৬টি
হাট-বাজার		০৭টি
ব্যাংক শাখা		০২টি
পোস্ট অফিস/সাব পোস্ট অফিস		০১টি
টেলিফোন এক্সচেঞ্জ		০১টি
থানা		০১টি
দর্শনীয় স্থান		মং রাজবাড়ী, মহামূনি টিলা, আন্তর্জাতিক ভাবনা কেন্দ্র, কর্ণেল বাগন, সেমুতাং গ্যাস ফিল্ড

১.২ মানিকছড়ি উপজেলার অবস্থান মানচিত্রঃ

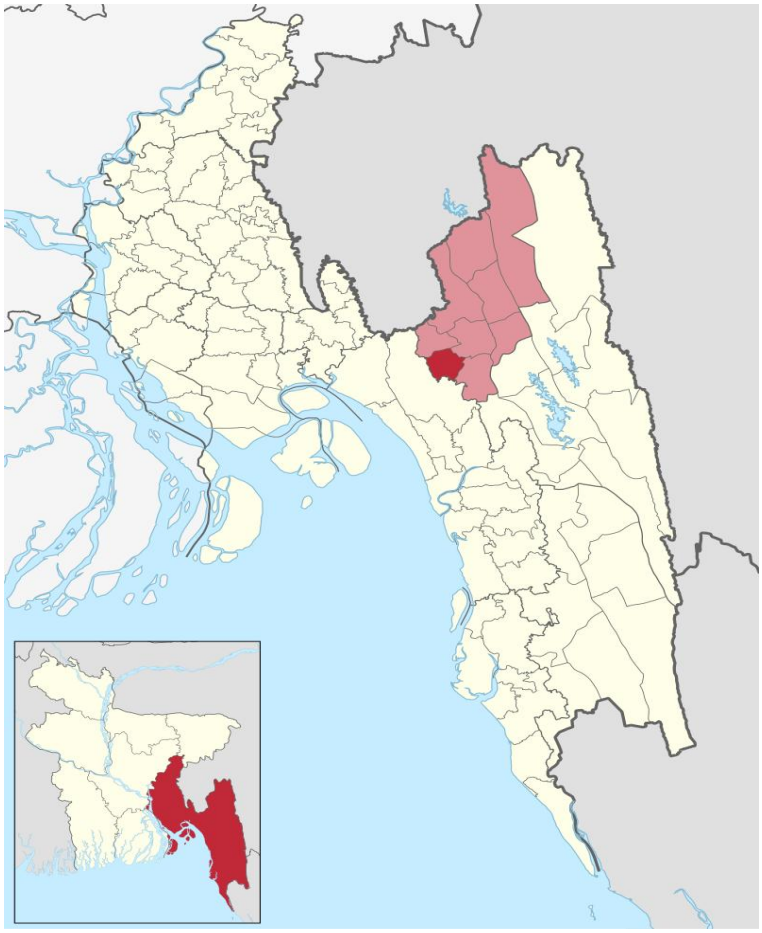

১.৩. সিআরএ সম্পর্কিত ধারণা :

CRA (Community Risk Assessment) একটি অংশগ্রহণমূলক পদ্ধতি যা অনুশীলনের মাধ্যমে আপদ কি, বিপদাপন্নবতা, ঝুঁকি মানিয়ে নেবার ক্ষমতা ও তা সাফল্যের সাথে আয়ত্ব করার কৌশল এবং ঝুঁকি নিরসনে কার্যকর কর্মপরিকল্পনা প্রনয়ন করা হয়। সিআরএ-তে স্টেকহোল্ডার দলগুলির মতামতের ভিত্তিতে ঝুঁকি চিহ্নিত করা, সমাধানে ঐকমত্যে পৌঁছানো, সমাধানের প্রভাব বিশ্লেষণ এবং সবশেষে একটি বাস্তবায়নযোগ্য ঝুঁকি নিরূপণ ও নিরসন কর্মপরিকল্পনা তৈরী করা হয়। এ পদ্ধতিতে একে অন্যের মতামতের প্রতি সম্মান প্রদর্শনকে উৎসাহিত করা হয় এবং প্রাকৃতিক দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্থ জনগোষ্ঠী দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাস ও নিরসন কর্মপরিকল্পনা প্রনয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

১.৪. মানিকছড়ি উপজেলায় সিআরএ হালনাগাদের পেক্ষাপট ও যৌক্তিকতা ঃ

বাংলাদেশ একটি দুর্যোগ কবলিত দেশ। দুর্যোগ কবলিত জেলাসমূহের মধ্যে খাগড়াছড়ি দক্ষিনাঞ্চলের মানিকছড়ি উপজেলাটি অন্যতম। মানিকছড়ি উপজেলার অন্তর্গত ৪টি ইউনিয়নের মধ্যে ১ নং মানিকছড়ি সদর ইউনিয়নটি নানা কারণে সর্বাধিক বিপদাপন্ন। এলাকার বেশির ভাগ মানুষ শ্রমজীবি। এলাকার ভূমির ধরণ নিচু সমতল ভূমি ও পাহাড়ি এবং বন জঙ্গল হওয়ায় এবং বেশিরভাগ অধিবাসির ভূমির মালিকানা না থাকায় দৈনন্দিন শ্রমজীবির উপর এলাকার অধিকাংশ অধিবাসির জীবিকা নির্ভর করে, এছাড়াও ইউনিয়নের অধিবাসিদের কেউ কেউ মাছ ধরে, বন থেকে কাঠ সংগ্রহ করে, রিক্সা-ভ্যান চালায়, ইত্যাদি পেশার সাথে জড়িত। কৃষির মধ্যে আমন ফসলই প্রধান। পানির সংকটের কারণে অনেক জায়গায় ইরি ধান চাষ করতে পারে না, এখানকার জনগন ভূমিহীন এবং সম্পদহীন হয়ে দারিদ্র

সীমার নীচে প্রতিনিয়ত ধাবিত হচ্ছে এবং জীবন যাত্রার মান নিম্নতর হচ্ছে। অর্থনৈতিক কর্মকান্ডের প্রচুর সম্ভাবনা থাকা সত্বেও এই উপজেলায় প্রাকৃতিক দুর্যোগের ফলে ইউনিয়নের জনগণ অর্থনৈতিক সফলতা থেকে কিছুটা বঞ্চিত হচ্ছে। জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে সৃষ্ট প্রতিক্রিয়ার ইউনিয়নে পাহাড়ি ঢল, বন্যা, জলাবদ্ধতা, ভূমিধস / পাহাড় ধস, খরা, ঘূর্ণিঝড়, শীলাবৃষ্টি, কালবৈশাখীর ফলে কৃষি, মৎস্য, আবাসন, অবকাঠামো, স্বাস্থ্য, শিক্ষাখাত সহ অন্যান্য সকল সামাজিক উপাদান সমূহ প্রায় প্রতি বছর বিপর্যস্ত হচ্ছে। বিশ্ব উষ্ণায়নের বিরূপ প্রতিক্রিয়ার মোকাবেলা করতে হলে প্রকৃতির সাথে অভিযোজনের বিকল্প নেই। সে লক্ষ্যে অত্র ইউনিয়নের বিভিন্ন শ্রেণীর পেশার মানুষের অংশগ্রহণে ও মতামতের ভিত্তিতে স্থানীয় দুর্যোগের ঝুঁকি নিরূপন ও প্রশমন পরিকল্পনা প্রনয়ণ এবং এর বাস্তবায়নের মাধ্যমে প্রাকৃতিক দুর্যোগের বিপদাপন্নতা কমিয়ে আনার লক্ষ্যে মানিকছড়ি উপজেলায় সিআরএ হালনাগাদ কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হয়।

মানিকছড়ির বর্তমান সিআরএ টি অধিকতর সময়োপযোগী করার লক্ষ্যে সিআরএ হালনাগাদ কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হয়।

সিআরএ হালনাগাদকরণে যে সব বিষয়গুলোতে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে বা নতুন ভাবে সংযোজন করা হয়েছে সেগুলো হল:

- ইউনিয়নের মানচিত্র
- ইউনিয়নের ওয়ার্ড ভিত্তিক সম্ভাব্য দৃশ্যপট
- প্রধান ঝুঁকিসমূহ, ঝুঁকিপূর্ণ স্থাপনা, ঝুঁকির খাত এবং বিপদাপন্ন জনগোষ্ঠীর তালিকা

১.৫ ঝুঁকি বিশ্লেষণ: মানিকছড়ি উপজেলা

আপদসমূহ :

ক্রম	আপদের নাম	ঝুঁকিপূর্ণ পরিবার সংখ্যা	ঝুঁকিপূর্ণ স্থাপনা সংখ্যা	ঝুঁকিপূর্ণ কৃষি জমি (হেক্টর)
১	বন্যা/আকস্মিক বন্যা	২৫০	৩৪	৫০০
২	পাহাড় ধ্বস	১৫০	১০০	২৪০
৩	অতিবৃষ্টি	৫০	১২	২০০

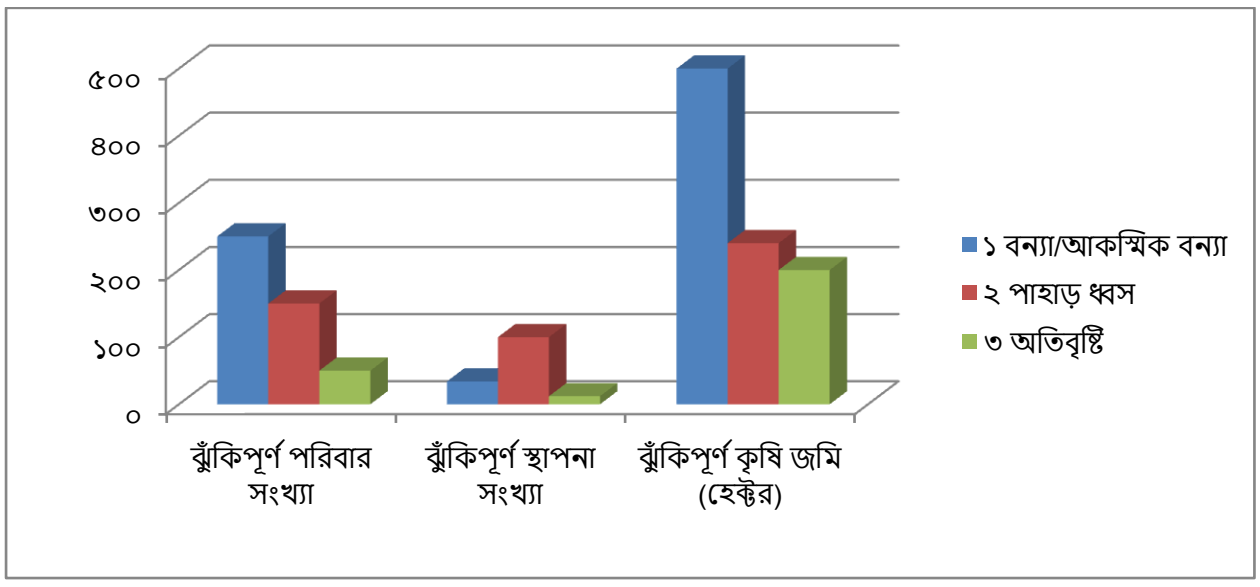

১.৬. সিআরএ হালনাগাদের ধাপ সমুহঃ

সিআরএ একটি প্রক্রিয়া ভিত্তিক অনুশীলন, যে প্রক্রিয়াটা কমিউনিটির জন্য কমিউনিটির দ্বারাই সম্পাদন করা হয়। তাই কমিউনিটি বা স্থানীয় জনগোষ্ঠীই হচ্ছে এই প্রক্রিয়ার প্রধান। এই প্রক্রিয়ার মাধ্যমে কমিউনিটি ঝুঁকি ও বিপদাপন্নতা সনাক্ত করতে পারে এবং সেই অনুযায়ী কর্মপরিকল্পনা প্রস্তুত ও বাস্তবায়ন করে। সিআরএ হালনাগাদের ধাপ সমুহ নিম্নে উল্লেখ করা হলো:

- ✓ ধাপ - ১ ঃ বর্তমান সিআরএ সম্পর্কে আলোচনা ও একমত হওয়া;
- ✓ ধাপ - ২ ঃ আপদ, নির্দিষ্ট আপদের সমস্যা, সমস্যার কারণ চিহ্নিত করা;
- ✓ ধাপ - ৩ ঃ সমস্যার অগ্রাধিকারকরণ ও সমস্যা বিশ্লেষণ।
- ✓ ধাপ - ৪ ঃ ঝুঁকি হ্রাসকরণ কর্মপরিকল্পনা প্রস্তুত করা।
- ✓ ধাপ - ৫ ঃ যাচাই করণ ও অনুমোদন।

১.৭. তথ্য সংগ্রহের পদ্ধতি ও কৌশল :

সাধারণত বাস্তব পরিস্থিতি জানা ও বিভিন্ন তথ্য সংগ্রহের জন্য ঝুঁকি নিরূপণ দল বিভিন্ন পিআরএ টুলস্ প্রয়োগ করেন বিশেষ করে পরিভ্রমণ, ফোকাস দল আলোচনা (এফজিডি), নির্বাচিত ব্যক্তির সাক্ষাৎকার (কেআইআই), ইউনিয়নের চেয়ারম্যান-মেম্বার ও স্থানীয় গন্যমান্য ব্যক্তিদের নিয়ে কর্মশালা ইত্যাদি।সদর ইউনিয়নে সিআরএ হালনাগাদকরণ কার্যক্রম পরিচালনাকালীন উক্ত ইউনিয়নের মানুষজনের কাছ থেকে তথ্য সংগ্রহের জন্য নিম্নক্তো টুলস্ ব্যবহার করা হয়।

টুলস্ সমূহ নিম্নরুপ-

তথ্য সংগ্রহের পদ্ধতি ও কৌশল	সম্ভাব্য তথ্য
সম্পর্ক উন্নয়ন (Rapport Building)	সাম্ভাব্যতা যাচাই, কমিউনিটির সংবেদনশীল করণ, স্থানীয় নেতা চিহ্নিত করা হয়।
সামাজিক ও ঝুঁকি মানচিত্র (Social and Risk Mapping)	বর্তমান সিআরএ তে সংযুক্ত মানচিত্র সিআরএ তে অংশগ্রহণকারীদের সাথে যাচাই করে নেওয়া। এবং প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে স্থানীয় জনগণ একত্রে বসে তাদের নিজ ইউনিয়নের একটি সামাজিক মানচিত্র অংকন করেন; যার মাধ্যমে গ্রামের সার্বিক চিত্র, ঝুঁকি ও বিপদাপনড়বতার উপাদান সমূহ ফুটে উঠেছে।
নির্দিষ্ট দলে আলোচনা (Focus Group Discussion)	ইউনিয়নের ওয়ার্ড ভিত্তিক গ্রুপ গঠন করে সংশ্লিষ্ট ইউ/পি সদস্য, মহিলা, পুরুষ ও শিশুদের নিয়ে একটি সমন্বিত এফজিডি'র আয়োজন করা হয়। এই সকল আলোচনার মাধ্যমে ওয়ার্ড ভিত্তিক পরিচয়, তাদের সমস্যা, সক্ষমতা, চাহিদা ও বিপদাপন্নতার বিষয়গুলি উঠে এসেছে। এফজিডি তে নিম্নক্তো বিষয়ে বিশদ আলোকপাত করা হয়: ✓ ঝুঁকি সনাক্তকরন (আপদ/ বিপদাপন্নতা) ও ঝুঁকি বিন্যাস ✓ ঝুঁকিপূর্ন এলাকা চিহ্নিতকরণ ✓ ঝুঁকিপূর্ন স্থাপনা চিহ্নিতকরণ ✓ ঝুঁকির খাত চিহ্নিতকরণ ✓ বিপদাপন্ন জনগোষ্ঠীর তালিকা নির্ণয়
সহায়ক দলিল-দস্তাবেজ ও প্রতিবেদন	ইউনিয়নের উপর করা সাম্প্রতিককালের বিভিন্ন প্রতিবেদন, আপদকালীন ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা হতে অংশগ্রহণকারীদের সাথে আলোচনাক্রমে তথ্য সংগ্রহ ও সংযুক্ত করা

অধ্যায় - ২ ঃ কমিউনিটির ঝুঁকি, সক্ষমতা ও বিপদাপন্নতা বিশ্লেষণ

ঝুঁকি বিশ্লেষণ										
উপজেলার নাম: মানিকছড়ি।										
ক্রম	আপদের নাম	ঝুঁকিপূর্ণ এলাকা	ঝুঁকিপূর্ণ স্থাপনা	ঝুঁকির খাতসমূহ (মৎস, কৃষি, পশুসম্পদ ইত্যাদি)	বিপদাপন্ন জনগোষ্ঠী (সংখ্যা)					মন্তব্য
					বিপদাপন্ন জনগোষ্ঠী (সংখ্যা)	বিপদাপন্ন নারী, বিধবা, বয়স্ক, স্বামী, পরিত্যক্ত ইত্যাদি)	প্রতিবন্ধী ব্যাক্তি	হতদরিদ্র	ভাসমান ও অন্যান্য	
১	বন্যা/ আকস্মিক বন্যা	নামার পাড়া, ৩ নং ওয়ার্ড, তিনটহরী	ঘড়বাড়ি, রাস্তাঘাট	ফসলের ক্ষতি, গাছপালা	৬০ পরিবার	৭৬ জন	১ জন	৫০ জন	নেই	
২	পাহাড় ধ্বস	পুরাতন উপজেলা ৭নং ওয়ার্ড, মানিকছড়ি	কাঁচা ঘড়বাড়ি	ফসলের ক্ষতি, গাছপালা	৬৭ পরিবার	৮৭ জন	২ জন	৩৬ জন	নেই	
৩	কালবৈশাখী	মুসলিম পাড়া ৮নং ওয়ার্ড, মানিকছড়ি	ঘড়বাড়ি, রাস্তাঘাট	ফসলের ক্ষতি, গাছপালা	৪০ পরিবার	৬৫ জন	নেই	৩৫ জন	নেই	
৪	অতিবৃষ্টি	মুসলিমপাড়া ৮নং ওয়ার্ড, মানিকছড়ি	ঘড়বাড়ি, রাস্তাঘাট	ফসলের ক্ষতি, গাছপালা	২২ পরিবার	৫৬ জন	নেই	৩৭ জন	নেই	

ঝুঁকি ম্যাপ : পাহাড় ধ্বস, ও বন্যা প্রবণ এলাকা

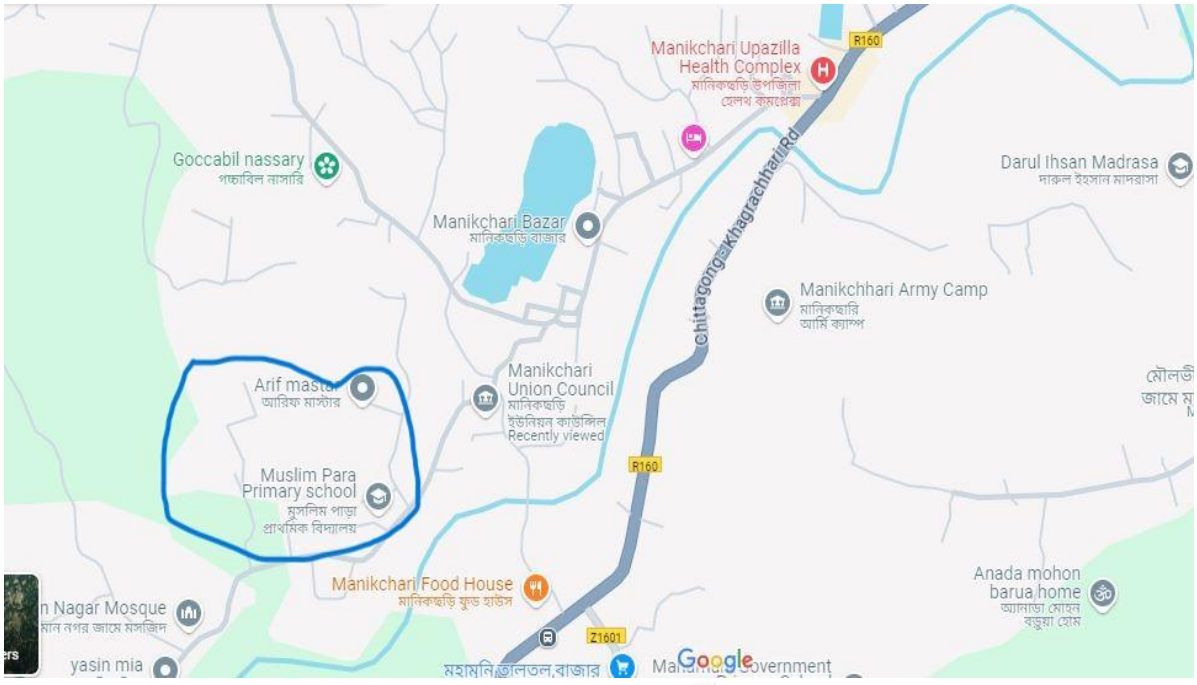

উপজেলার বিপদাপন্ন খাতসমূহ চিহ্নিত করণ:

ক্রম	আপদের নাম	বিপদাপন্ন সামাজিক উপাদানসমূহ											
		ঘরবাড়ি	রাস্তাঘাট	পাহাড়	গাছপালা	ফসল	গবাদি পশু	হাস-মুরগী	খাবার পানি	হাট বাজার	নদ-নদী	মৎস্য	শিক্ষা প্রতিষ্ঠান
১	বন্যা/আকস্মিক বন্যা												
২	পাহাড় ধ্বস												
৩	অগ্নিকান্ড												
৪	বজ্রপাত												
৫	কালবৈশাখী												
৬	অতিবৃষ্টি												
৭	অনাবৃষ্টি/তাবদাহ												
৮	ঘুর্ণিঝড়												

ছক : ১ পাহাড় ধ্বস

ঝুঁকি নিরসনের উপায়সমূহ		
প্রাথমিক	মাধ্যমিক	চূড়ান্ত
➢ বৃক্ষরোপন ➢ স্থানীয় জনসাধারণের মাঝে সচেতনতা সৃষ্টি করা ➢ প্রয়োজনে প্রশাসনকে জানানো।	➢ প্রশাসনের সহায়তায় অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে পাহাড়ে ফলজ বৃক্ষ রোপন করা।	➢ ঝুকিপূর্ণ পাহাড়ের পাদদেশে বসবাস না করা ➢ পাহাড় কাটা বন্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা প্রহণ করা।

ছক -২ ঃ বন্যা/আকস্মিক বন্যা

ঝুঁকি নিরসনের উপায়সমূহ		
প্রাথমিক	মাধ্যমিক	চূড়ান্ত
➢ বালি বা মাটি উত্তোলনে বিরত থাকা ➢ জলবায়ু সহনশীল বৃক্ষরোপন করা ➢ স্থানীয় জনসাধারণের মাঝে সচেতনতা সৃষ্টি করা	➢ নীচু ভূমিও পাহাড়ের ভৌগলিক অবস্থা বিবেচনা করে কৃষি চাষ ও বাড়িঘর নির্মাণ করা	➢ ঝুকিপূর্ণ পাহাড়ের পাদদেশে ও নীচু স্থানে বসবাস না করা ➢ প্রয়োজনীয় আশ্রয়কেন্দ্র নির্মাণ

ছক - ০২ ঃ ঘূর্ণিঝড়

ঝুঁকি নিরসনের উপায়সমূহ		
প্রাথমিক	মাধ্যমিক	চূড়ান্ত
➢ সচেতনতা সৃষ্টি করা ➢ যথাসময়ে পুর্বাভাসের ব্যবস্থা করা ➢ বীজ সংরক্ষণের কৌশল জানানো ➢ বন নিধন বন্ধ করা	➢ সংকেত প্রচার করা ➢ পাড়াবনসৃষ্টি করা ➢ সতর্কবার্তা সময় নিয়ে ব্যাখ্যা সহ প্রচার করা ➢ নিয়মত রেডিও শোনার অভ্যাস করা ➢ পর্যাপ্ত স্যানিটেশন সুবিধা বৃদ্ধি করা	➢ কমিউনিটি রেডিও চালু করা এবং দুর্যোগের সংকেত স্থানীয় ভাষায় প্রচার করা ➢ দুর্যোগের সংকেত সম্পর্কে এবং ঝুঁকি হ্রাসের সম্পর্কে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের পাঠ্যসূচিতে অন্তর্ভুক্তি করা ➢ পাড়াবন সৃষ্টি করা ➢ পানি নিষ্কাশনের ব্যবস্থা করা ➢ বৃক্ষ রোপন করা

২.১ মানিকছড়ি **উপজেলার দুর্যোগের সার্বিক ইতিহাস**

খাগড়াছড়ি জেলা হতে ৪৫ কি.মি. দুরত মানিকছড়ি উপজেলার। চট্টগ্রাম ও খাগড়াছড়ি সীমান্ত ঘেঁষে বহমান হালদানদীর পূর্ব তীরে সমতল ও পাহাড়ী এলাকাসহ এর অবস্থান। বিভিন্ন প্রাকৃতিক দুর্যোগ বিশেষতঃ ঘূণিঝড়, পাহাড়ী ঢল ও আকস্মিক বন্যা, পাহাড় কাঁটা, কালবৈশাখী/বজ্রপাত, ধান-পানে পোকার আক্রামণ ইত্যাদির প্রভাবে এসকল অঞ্চলের মানুষ নানাভাবে ক্ষতিগ্রস্ত ও ঝুঁকির মধ্যে বসবাস করে। এই উপজেলার প্রধান দুর্যোগের মধ্যে পাহাড়ী ঢলে বন্যা, ঘূণিঝড়, গ্রীষ্ম মৌসুমে সেচ সমস্যা, খাল পাড় ভাঙ্গন, পাহাড় কাঁটা, বৃক্ষ নিধন, কালবৈশাখী, বজ্রপাত, অতিবৃষ্টি উল্লেখযোগ্য।

বিশেষভাবে বছরের মার্চ-মে এবং অক্টোবর মাসে এই উপজেলায় পাহাড়ী ঢলে কারণে বন্যা, খাল পাড় ভাঙ্গন, পাহাড় কাঁটা, বৃক্ষ নিধন এর মত প্রাকৃতিক দুর্যোগ হানা দেয়। যেহেতু পাহাড়ী অঞ্চল বঙ্গোপসাগরের কুলবর্তী অঞ্চল হওয়ার কারণে খুব সহজে এই প্রাকৃতিক দুর্যোগের শিকার এবং ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হয়। সেই সাথে পাহাড়ী অঞ্চলের মানুষদের বিপদাপন্নতা করে তোলে।

অতীতে রেকর্ড থেকে দেখা যায় যে, ১৯৯১, ১৯৯৪, ১৯৯৭ সালে জলোচ্ছ্বান ও ঘূণিঝড়ের প্রবল বাতাসে গাছপালা, পাহাড়ী বন সম্পদ বা বনবৃক্ষের ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হয় এবং ২০১৭ সালে পাহাড় ধ্বসের ফলে বাড়িঘর ও ফসলের ব্যাপক ক্ষতি সাধিত হয়।

ছক - ০৩ ঃ দুর্যোগের সার্বিক ইতিহাস

দুর্যোগের নাম	বছর	ক্ষতির পরিমাণ	কোন কোন খাতে উৎপাদন ক্ষতিগ্রস্থ হয়
আকস্মিক বন্যা	২০২৪	ক্ষতিগ্রস্থ ইউনিয়ন ৪ টি, ক্ষতিগ্রস্থ পরিবার ২৫% ফসলের ক্ষতির পরিমান ৫০%	ঘরবাড়ি, ফসলি জমি, ফসল, অবকাঠামো, রাস্তাঘাট
পাহাড় ধ্বস ও ঘূর্ণিঝড় মোরা	২০১৭	ক্ষতিগ্রস্থ ইউনিয়ন ৪ টি, ক্ষতিগ্রস্থ পরিবার ৩০% ফসলের ক্ষতির পরিমান ৪০%	ঘরবাড়ি, ফসলি জমি, ফসল, অবকাঠামো, রাস্তাঘাট
ঘূর্ণিঝড়	১৯৯৪	ক্ষতিগ্রস্থ ইউনিয়ন ৪ টি, ক্ষতিগ্রস্থ পরিবার ৩০% ফসলের ক্ষতির পরিমান ৫০%	ঘরবাড়ি, ফসলি জমি, ফসল, অবকাঠামো, রাস্তাঘাট
ঘূর্ণিঝড়	১৯৯১	ক্ষতিগ্রস্থ ইউনিয়ন ৪ টি, ক্ষতিগ্রস্থ পরিবার ৫০% ফসলের ক্ষতির পরিমান ৪৫%	ঘরবাড়ি, ফসলি জমি, ফসল, অবকাঠামো, রাস্তাঘাট

মৌসুমী আপদের দিনপঞ্জি: মানিকছড়ি উপজেলা

ক্রম	আপদের নাম	বৈশাখ	জৈষ্ঠ্য	আষাঢ়	শ্রাবন	ভাদ্র	আশ্বিণ	কার্তিক	অগ্রাহায়ন	পৌষ	মাঘ	ফাল্গুণ	চৈত্র
১	বন্যা/আকস্মিক বন্যা												
২	পাহাড় ধ্বস												
৩	অগ্নিকান্ড												
৪	বজ্রপাত												
৫	কালবৈশাখী												
৬	অতিবৃষ্টি												

জীবিকার মৌসুমী দিনপঞ্জির ছক:

ক্রম	জীবিকার প্রধান উৎস্য	বৈশাখ	জৈষ্ঠ্য	আষাঢ়	শ্রাবন	ভাদ্র	আশ্বিণ	কার্তিক	অগ্রাহায়ন	পৌষ	মাঘ	ফাল্গুণ	চৈত্র
১	কৃষি (সবজি)												
২	গবাদি পশূ পালন												
৩	মাছ চাষ												
৪	মিশ্র ফল চাষ												
৫	দিনমজুর												

৩.১. উপজেলা ভিত্তিক ঝুঁকিহ্রাস কর্মপরিকল্পনা RRAP (Risk Reduction Action Plan)

ঝুঁকি হ্রাস পরিকল্পনা (কাঠামোগত/ অকাঠামোগত)

ক্রমিক নং	কর্মসূচির ধরণ	প্রকল্প সংখ্যা/ (কি: মি:)	বরাদ্দকৃত অর্থের পরিমাণ	মন্তব্য
০১	গ্রামীণ অবকাঠামো সংস্কার (কাবিখা/কাবিটা)	৯৭ টি (৮৬.০০কি: মি:)	২ কোটি প্রায়	
০২	গ্রামীণ অবকাঠামো রক্ষণাবেক্ষণ (টি.আর)	৮৭ টি (শিক্ষা ও ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান)	১ কোটি প্রায়	
০৩	অতিদরিদ্রদের জন্য কর্মসংস্থান কর্মসূচি (ইজিপিপি)	৬৬ টি (৭২.০০ কি: মি:)	২.৫ কোটি প্রায়	
০৪	গ্রামীণ রাস্তায় কম-বেশি সেতু কালভার্ট	১২টি (১৪৪.০০ মি:)	১০.৫ কোটি প্রায়	
০৫	গ্রামীণ রাস্তায় হেরিং বোন বন্ড (এইচবিবি) করণ	১৪ টি(১৪.০০ কি: মি:)	১৩.৫ কোটি প্রায়	
০৬	মানবিক সহায়তা কর্মসূচি (জিআর)	(চাহিদার প্রেক্ষিতে)	(চাহিদার প্রেক্ষিতে)	
০৭	দুর্যোগ সচেতনতা বিষয়ক মহড়া	৩০০ জন		

অধ্যায় - ৪ ঃ সিআরএ হালনাগাদকরনের সমস্যা ও সুপারিশসমূহ

৪.১. উপজেলা পর্যায়ে সিআরএ হালনাগাদকরনের সময় প্রতিবন্ধকতাসমূহ ঃ

সিআরএ একটি অংশগ্রহণ মূলক প্রক্রিয়া যার মাধ্যমে কমিউনিটি ভিত্তিক দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাসকরণ কর্মসুচীগুলো নির্বাচন করা হয়। ওয়ার্ড পর্যায়ে সিআরএ হালনাগাদকরনের সময় গুরুত্বপূর্ণ প্রতিবন্ধকতা সমূহ নিম্নে তুলে ধরা হলো

- সিআরএ কার্যক্রম তুলনামুলকভাবে নারীর অংশগ্রহণ কম ছিল
- সিআরএ সম্পাদন করার জন্য নির্ধারিত সময় কম ছিল
- এক কমিউনিটি থেকে অন্য কমিউনিটিতে যোগাযোগ ব্যবস্থা সহজ ছিল না
- কিছু কিছু ক্ষেত্রে কমিউনিটির জনগোষ্ঠী তাদের নিজেদের প্রয়োজনগুলো অনুধাবন করতে না পারা
- ওয়ার্ড সদস্য ও অন্যান্য অংশগ্রহণকারীদের একই বিষয়ে একাধিকবার তথ্য প্রদান করায় পুন: রায় তথ্য প্রদানে কম উৎসাহিত বোধ করা।

৪.২. সিআরএ এর মাধ্যমে প্রাপ্ত তথ্যের সম্ভাব্য ব্যবহার ঃ

- কমিউনিটিকে তাদের বিপদাপন্নতা ও সক্ষমতা সম্পর্কে সংবেদনশীল করা
- UDMC এটিকে একটি কর্মনির্দেশনা হিসাবে ব্যবহার করতে পারবে।
- আরআরএপি ইউনিয়ন বাৎসরিক কর্মপরিকল্পনায় অন্তর্ভূক্ত করা।
- আরআরএপি উপজেলা বাৎসরিক কর্মপরিকল্পনায় অন্তর্ভূক্ত করা।
- দুর্যোগ ও অন্যান্য ঝুঁকি হ্রাসকরনে ওভার ল্যাপিং কমিয়ে আনা।

অধ্যায় - ৫ ঃ উপসংহার

৫.১. উপসংহারঃ

এই সিআরএ হালনাগাদকরণের পরিকল্পনা মূলত স্থানীয় জনগোষ্ঠিকে দুর্যোগের পূর্ব প্রস্তুতিতে দক্ষ করে তোলা, স্থানীয় সমস্যাগুলি চিহ্নিত করে সমাধানের মাধ্যমে দুর্যোগের ঝুঁকি কমানো, দুর্যোগ মোকাবেলায় দক্ষ করা, এবং দুর্যোগ পরবর্তী সময়ে ক্ষয়-ক্ষতি কাটিয়ে উঠে দ্রুততম সময়ে পূর্বের অবস্থায় ফিরিয়ে আনার উপর গুরুত্ব আরোপ করে। এই পরিকল্পনার সঠিক বাস্তবায়ন করা হলে এই উপজেলার জনগোষ্ঠির দুর্যোগ ও অন্যান্য ঝুঁকিহ্রাস করে জীবন মানের পরিবর্তনে অত্যন্ত গুরুত্বপুর্ণ ভুমিকা রাখবে।